ঝিনাইদহে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে স্কুল পড়ুয়া কিশোরীদের সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ প্রদাণ, স্বাস্থ্য সহায়ক উপকরণ বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকালে উপজেলার শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড’র পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন হোসেন, ইরেসপো’র মাঠ সংগঠক রোকসানা ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও তাদের সংগঠিত করে বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক বিরোধী, নেতৃত্ব বিকাশ ও ইভটিজিং প্রতিরোধসহ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সচেতনতা শেষে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সহায়ক নানা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী পিঠা উৎসব

বর্তমান প্রজন্মকে গ্রামবাংলার মানুষের চিরায়ত ঐতিহ্য নানা স্বাদের পিঠার পরিচয় করিয়ে দিতে ঝিনাইদহে হয়ে গেল জমজমাট পিঠা উৎসব।

বসন্ত বরণ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের মনিংবেল চিলড্রেন

একাডেমী চত্বরে এ পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়।

দিনব্যাপী এ পিঠা উৎসবে বাহারি নামের স্টলে দুধপুলি, জামাইপিঠা, ভাপা, পাকান, সেমাই পিঠা, পাটিসাপটাসহ হরেক রকমের বাহারি ও রসালো পিঠার প্রর্দশণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। শহুরে জীবনের ব্যস্ততা কাটিয়ে অনেককে পিঠা উৎসবে এসে স্টল ঘুরে ঘুরে পিঠা খেতে দেখা গেছে।

এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেখানে বাসন্তিসহ নানান সাজে সেজে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ অংশ নেয়। সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ।

অনুষ্ঠানের আয়োজক মর্নিংবেল চিলড্রেন একাডেমীর পরিচালক শাহীনুর আলম লিটন বলেন, গ্রাম বাংলা ঐতিহ্যবাহী আয়োজনগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। এই প্রজন্মকে তাদের শেকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এই আয়োজন। বাচ্চারা যেন এখন থেকেই পিঠা পরিচিত হতে পারে, বানাতে পারে ও চিনতে পারে। ছোট্টবেলার গ্রামে পিঠা উৎসব হতো এটা যেন হারিয়ে না যায়, এই প্রত্যাশা রেখে এই উৎসব। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছে।

ঝিনাইদহে মানবজমিন প্রত্রিকার ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে দৈনিক মানবজমিন প্রত্রিকার ২৬বছর পেরিয়ে ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালি আলোচনা সভা ও কেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রয়ারী) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়। এর আগে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহীন উদ্দিন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বিমল শাহা, আমিনুল ইসলাম টুকু, সাইফুল মাবুদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিজাম জোর্য়ারদার বাবলু প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু। বক্তব্যের শুরুতে স্বাগত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মানবজমিনের জেলা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটন। আলোচনা শেষে কেক কাটার মধ্যদিয়ে অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কোর্টে হলো বিয়ে, অবশেষে মুক্তি

গত চার মাস আগে প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছিল ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার জোকা গ্রামের জুবায়ের রহমান (২২)।

তিনি পার্শ্ববর্তী গোপালপুর গ্রামের ১৭ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে পালিয়ে বিয়ে করার অপরাধে মেয়ের বাবা তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে। ঘটনাটি ঘটে ২০২৩সালের ২৩ নভেম্বর।

পরের দিন ২৪ নভেম্বর মেয়ের বাবা জসিমউদ্দীন বাদি হয়ে নাবালিকাকে ফুসলিয়ে অপহরণ ও নির্যাতনের মামলা করেন যার নং মহেশ/জি.আর ৪৭২/২৩। পরে ওই মামলায় গ্রেফতার করে জুবায়ের কে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

জুবায়ের মহেশপুর উপজেলার জোকা গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে । দীর্ঘ দুই মাস জেলা খাটার পর আইনী প্রক্রিয়া শেষে দুই পরিবারের সম্মতিতে পহেলা ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভালবাসা দিবস কে স্মরণে রাখতে কোর্টেই আয়োজন করা হয় এই ব্যতিক্রমি বিয়ের।

৫লাখ টাকা দেন মোহরে নারী ও শিশু বিশেষ আদালতে বিয়ে সম্পন্ন হয়

জুবায়ের ও জেসমিন আক্তারের মধ্যে। এই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ও জেলা দায়রা জজ নাজিম্মুদ্দৌলাসহ কোর্টের অন্যান্য বিচারক, কৌশুলী ও আইনজীবীগণ। বিয়ের পর আসামি জুবায়ের কে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী পিঠা উৎসব

পহেলা ফাল্গুন উপলক্ষে ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জমজমাট পিঠা উৎসব। বাহারী নানা প্রকারের পিঠার প্রদর্শণ করা হয় স্টলগুলোতে।

বুধবার সকালে শহরের চারুগৃহ শিশুস্বর্গ স্কুলে এ পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল। ভাপা পুলি, পাটি সাপটা,পাতা নকঁশিসহ বাহারি নামের পিঠার স্টল দেওয়া হয়।

আর সেখানে বাসন্তিসহ নানান সাজে সেজে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ অংশ নেয়। সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। সঙ্গে সেখানে ছিল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

চারুগৃহ শিশুস্বর্গ স্কুলের অধ্যক্ষ আরেফিন অনু বলেন, বসন্ত উৎসব উপলক্ষে ছোট শিশুসহ সকলের মধ্যে হরেক রকম পিঠার পরিচয় করিয়ে দিতেই এ পিঠা মেলার আয়োজন।

দিনভর আয়োজনে ৭ টি স্টলে অন্তত অর্ধশত প্রকার পিঠার প্রদর্শণ করা হয়।

ঝিনাইদহে ফুলের বাজারে উত্তাপ:

গোলাপ ৫০, জারবেরা ৩০ টাকা

মনে দোলা লাগা বসন্ত ও বিশ^ ভালোবাসা দিবস বরণ করতে উন্মুখ থাকে তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সী মানুষ। আবার কদিন বাদেই ২১শে ফেব্রুয়ারী ফুলছাড়া এ দিনগুলি যেন একেবারেই বেমানান। ফলে অন্য সময়ের থেকে এ দিনগুলি এলে ফুলের চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণে। ফলে ব্যস্ততা বেড়ে যায় ফুলচাষী ও ব্যবসায়ীদের। অতিরিক্ত চাহিদার কারনে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে ঝিনাইদহের দুইটি বড় ফুল বাজারে।

জেলার সবথেকে বড় ফুলের পাইকারী বাজার জেলা সদরের গান্না ও কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, অন্য সময়ের থেকে দুই তিনগুণ বেশি দামে ফুল বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে পাইকারি একটি গোলাপ আকার ভেদে ৩৫ থেকে ৪৫ টাকা বিক্রি হয়েছে। আর খুচরা বিক্রি হয়েছে ৩৫ থেকে ৫০ টাকা। এক থেকে দুই সপ্তাহ আগে একই গোলাপ বিক্রি হয়েছিল ১৫ থেকে ২০ টাকা। এছাড়া জারবেরা বিক্রি হয়েছে ১৫ থেকে ২৫ টাকা। যা দুই সপ্তাহ আগেও বিক্রি হয়েছিল ৫ থেকে ৮ টাকা। রজনীগন্ধার স্টীক বিক্রি হয়েছে ৮ টাকা, যা এক সপ্তাাহ আগে বিক্রি হয়েছিল ৩ থেকে ৫ টাকায়। একই সময়ে গাদা ফুল বিক্রি হয়েছে ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা ধোপা। যে গাদাফুল দুই সপ্তাহ আগেও বিক্রি হয়েছিল ১০০ থেকে ১৫০ টাকা ধোপা।

জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, মাঠে মাঠে ফুটে আছে লাল, হলুদ ও কমলা রঙের জারবেরা। ফুটে আছে রং বে-রঙের গোলাপ, রজনীগন্ধা, গ্লাডিয়াস ও গাঁদা ফুল। ফুটে থাকা ফুলের রঙে স্বপ্ন রাঙ্গাতে ব্যস্ত সময় পার করছে জেলার ফুলচাষীরা। প্রতিবছর বসন্ত বরণ, বিশ^ ভালোবাসা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ও ২৬ মার্চ এলেই এ জেলার ফুলচাষি ও ফুলকর্মীদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে এ এলাকায় উৎপাদিত ফুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে ফুলের বাড়তি চাহিদা মিটাতে ব্যস্ত সময় পার করে জেলার ফুলচাষীরা।

ব্যবসায়ী ও কৃষকরা বলছেন, ঝিনাইদহে গাদা ফুলের পরিমাণ সব থেকে বেশী। দেশের গাদা ফুলের মোট চাহিদার ৬৫ শতাংশ পুরণ করে ভারতীয় সীমান্তবর্তি এ জেলার উৎপাদিত ফুল।

চলতি মৌসুমে ঝিনাইদহ জেলায় প্রায় ৪০০ হেক্টর জমিতে ফুলের চাষ হয়েছে। এরমধ্যে জেলা সদরে ৩৭ হেক্টর, কালীগঞ্জে ১৫০ হেক্টর, কোটচাদপুরে ৪৫ ও মহেশপুরে ১৫৯হেক্টর জমিতে দেশি বিদেশী বিভিন্ন

জাতের রং-বেরঙের ফুলের চাষ হয়েছে। সব থেকে বেশি ফুলের চাষ হয় জেলা সদরের গান্না ও কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নে। যে কারনে এ এলাকাটি অনেকের কাছে ফুলের নগরী বলে পরিচিত।

জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের ত্রিলোচনপুর গ্রামের ফুলচাষী টিপু সুলতান জানান, ২০১৭ সালে ৫৫ লাখ টাকা খরচ করে ৫ বিঘা জমিতে জারবেরা ফুলের চাষ করেছিলাম। বর্তমানে প্রায় ২০ বিঘা জমিতে আমার ফুল চাষ রয়েছে। এরমধ্যে গোলাপ রয়েছে ৫ বিঘার মত। বিদেশি ফুল জারবেরা কাটার পরেও ১ সপ্তাহের বেশী সময় তাজা থাকে।

কোটচাঁদপুর উপজেলার তালিনা গ্রামের কৃষক সনজিত দাস জানায়, আড়াই বিঘা জমিতে গাদা ফুলের চাষ করেছেন। এরই মধ্যে ৫০ হাজার টাকা খরচের বিপরীতে বিক্রি করেছেন দেড় লক্ষ টাকার ফুল। এখনো অর্ধলাখ টাকার ফুল বিক্রি করা যাবে বলে যোগ করেন এ কৃষক। ওই গ্রামের কৃষাণী সীমা রানী জানায়, সে প্রায় ১২ বছর যাবৎ ফুলের মালা তৈরি করার কাজ করছেন। গাদা ফুলের প্রতি ঝোপায় তার আয় হচ্ছে ১২ টাকা। এভাবে প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ আয় করি।

সদর উপজেলার গান্না বাজার ফুল চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম জানান, এখন ফুলের বাজার দাম বেশ ভালো রয়েছে। দাম ভালো পেলে ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী ও ২৬ মার্চ পর্যন্ত সদর, কালীগঞ্জ, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলার বিভিন্ন বাজার থেকে প্রায় ১৫ থেকে ২৫ কোটি টাকার ফুল বিক্রি হবে ধারনা করছি।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ-নবী জানান, দাম ভালো পেতে ক্ষেত থেকে তোলার পর ফুল সতেজ রাখা জরুরী। কারন গ্রাহন পর্যন্ত পৌছাতে অনেকটা সময় লেগে যায়। এ জন্য জারবেরা ক্ষেত থেকে কাটার সাথে সাথে পানির ভিতরে দিয়ে রাখতে হবে। গোলাপের ক্ষেত্রেও পানির ভিতরে রেখে হালকা পানি স্প্রে করতে হবে। গাদা ফুলও তোলার পর খেয়াল রাখতে হবে যেন ফুলে কোন আঘাত না লাগে।

মেয়েকে বাঁচাতে ৫লাখ টাকার প্রয়োজন,বাবা-মায়ের করুণ আকুতি

১৬ বছর আগেও এ কান্না ছিল আনন্দ-সুখের। তবে সেই সুখ বেশিদিন কপালে জোটেনি সাকেন-মালেয়া দম্পতির। হঠাৎ আসা ঝড়ে হাসিমাখা সেই মুখে ভয়ংকর কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা গেছে। ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে স্বপ্নের সংসার।

পালিত মেয়ে সাবিনা খাতুনকে নিয়ে যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন তা যেন চোখের সামনেই শেষ হতে যাচ্ছে। সাবিনার বয়স যখন দেড় বছর,তখন দূরের একটি গ্রাম থেকে তাকে নিয়ে আসেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। আদর-যত্নে বড় করে তুলতে থাকেন, স্বপ্ন বুনতে থাকেন সাবিনাকে নিয়ে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যেন স্বপ্নই থেকে গেল।

সাবিনার বয়স যখন ৭বছর তখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে ধরা পড়ে এক কঠিন অসুখ। নাম তার থ্যালাসেমিয়া।

ডাক্তার জানায়, তার পেটের প্লীহা ও লিভার বড় হয়ে গেছে। শরীরে রক্ত শুণ্যতা দেখা দিয়েছে। প্রতিমাসেই একাধিক ব্যাগ রকÍ দিতে হবে তার শরীরে। সেই থেকে ধার-দেনা করে চিকিৎসা খরচ মেটাচ্ছিলেন সাবিনার বাবা সাকেন। ঘোড়ার গাড়ি চালক সাকেনের পক্ষে চিকিৎসা ব্যয় বহণ করা যেন ‘বামুন হয়ে চাদে হাত’ দেয়ার মত। তবুও কোনমতে চিকিৎসা খরচ চলছিল। এরমধ্যেই সাবিনার বিয়েও দেন।

বছরখানেক পর কণ্যা শিশুর জন্ম দেন সাবিনা। রোগের কথা জেনে সাবিনাকে ডিভোর্স দেন তার স্বামী। পরে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করে চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন সাবিনা। কিন্তু কে জানতো তার শরীরে আরো একটি কঠিন রোগ বাসা বেধেছে। হঠাৎ-ই পেটের ব্যাথায় অস্থীর হয়ে উঠতো সাবিনা। পরে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হলে জানা যায়, তার পেজে দু’টি পাথর হয়েছে। দ্রুত অপারেশন করতে হবে। তাতে খরচ হবে প্রায় ৫ লাখ টাকা। এবার যেন সাবিনাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। কারণ ৫ লাখ টাকা জোগাড় করার মত সামর্থ্য তাদের নেই।

করুণ এ ঘটনাটি ঝিনাইদহের শৈলকুপার বন্দেখালী গ্রামের। ওই গ্রামের মেঠোপথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই মিলবে সাকেন জোয়ার্দারের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই চোখ পড়বে অসুস্থ সাবিনার দিকে।

বিছানায় শুয়ে আছেন সাবিনা। উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও যেন নেই। মায়ের অসুস্থতায় পাশে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন সাবিনার ৪ বছর বয়সী মেয়ে আশা। যা দেখে কাঁদছেন সাবিনার বাবা মা, কাঁদছেন উপস্থিত প্রতিবেশিরাও।

কিন্তু ছোট্ট শিশু আশার যেন সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। আপন মনে মায়ের মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, আর সবার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাবিনা খাতুন আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তার দু’চোখে মুঠো মুঠো স্বপ্নের বদলে শুধুই মৃত্যুর বিভীষিকা। চোখ বুজে অবসন্ন শরীর নিয়ে জীবনকে মহাকালের কাছে সোপর্দ করার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন সাবিনা। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না।

সাবিনার মা মালেয়া বেগম বলেন, সাবিনাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছি.তবে অপারেশন করতে প্রায় ৫লাখ টাকা লাগবে। যা জোগাড় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। মেয়েকে বাঁচাতে সবার কাছে সাহায্য চাচ্ছি।

সাবিনার বাবা সাকেন জোয়ার্দার বলেন,প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এখন আর টাকা পয়সা কিছুই নেই। মানুষের সাহায্যে দিয়েই এতদিন চিকিৎসা করিয়েছি,কিন্তু এবার প্রায় ৫লাখ টাকা লাগবে। যা জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাহায্য পাঠাতে যোগাযোগ: ০১৮২৩-০৩৬০৩৫ সাবিনার পিতা সাকেন জোয়ার্দার। বিকাশ/নগদ:০১৮২৫-২৯৯৮৫২।

মেয়েদেরকে অল্পবয়সে বিয়ে দেয়া আর আগুনে ফেলা সমান কথা– জেলা প্রশাসক

আপনারা নিজেদের স্বার্থে মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিবেন না। অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া মানে, ওই মেয়েকে আগুনে ফেলে দেবার সমান। আপনারা নিজেরা চেস্টায় আয় করে মেয়েদের লেখা-পড়া করান।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন, প্রশিক্ষন সামগ্রী বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন, ঝিনাইদহের জেলা প্রাশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রফিকুল ইসলাম।

উপজেলার দরিদ্র মহিলাদের জন্য সম্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপ্র) এর সহায়তায় ও কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহের বিআরডিপির উপপরিচালক মুক্তার হোসেন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রবিউল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক আক্কাস আলী।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন। পরে জেলা প্রশাসক প্রশিক্ষাণার্থীদের হাতে প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেন।

এরপর তিনি উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। আলোচনা করেন,বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা,জঙ্গিবাদ,আইনশৃংঙ্গা বিষয় নিয়ে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বীরমুক্তিযোদ্ধা,মসজিদের ঈমাম,জনপ্রতিনিধিরা।

ঝিনাইদহের তহুরুল ১ মাস ৪ দিন যাবৎ নিখোঁজ

ঝিনাইদহ সদর থানার হুয়াইল গ্রামের তহুরুল ইসলাম (৬৩), এক জন মানসিক রোগী হারিয়ে ১মাস ৪দিন যাবৎ নিখোঁজ রয়েছে। তিনি একই গ্রামের মৃত ছলিমউদ্দিন বিশ্বাসের পুত্র।

তার পুত্র মো: রবিউল ইসলাম (৩৭), গতকাল সোমবার ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেণ।

এই ডায়েরিতে জানান তার তহুরুল ইসলাম (৬৩), পিতা-মৃত ছলিমউদ্দিন বিশ্বাস, সাং-হুয়াইল, থানা ও জেলা-ঝিনাইদহ একজন মানসিক রোগী। মাঝে মধ্যে ইচ্ছামত হাট বাজারে চলে বেড়াতো। আবার বাড়ীতে ফিরে আসতো। এই অবস্থায় গত ইং-০৮/০১/২০২৪ তাং সকাল অনুমান সাড়ে ১০টার সময় কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। এমনকি কোন আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতেও যায় নাই। বহু খোঁজা- খুঁজি করে কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। খোঁজা-খুঁজি অব্যাহত আছে। সন্ধান পাওয়া গেলে নিকটস্ত থানায় অবহিত করার আহবান জানিয়েছেন। তার দৈহিক বিবরণ গায়ের রং◌ং কলো, মুখ মন্ডল গোলাকার।

উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, চুল/পাঁড়ি/গোফ পাকা, শারিরীক গঠন স্বাভাবিক, গায়ে আর্মি কোর্ট ও পরনে চেক লুঙ্গি, হাতে থলের ভিতর কম্বল ও কাপড় চোপড়, নাক, কান, মুখ, হাত, স্বাভাবিক, ঝিনাইদহের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। ঝিনাইদহ সদর থানার জিডি নং- ৯৯৬ তারিখ ১২/০২/২৪ইং। যোগাযোগের জন্য মোঃ রবিউল ইসলাম, মোবাইল নং- ০১৯১৮-৯৫৪৬৯৮।

ঝিনাইদহ জেলার শ্রেষ্ঠ

চেয়ারম্যান নির্বাচিত শফিকুল ইসলাম শিমুল

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ১০ নং বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুল জেলার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ সোমবার ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত স্টাফ রিভিই সভায় জেলার শ্রেষ্ঠ জনপ্রতিনিধি (চেয়ারম্যান) হিসেবে তার নাম ঘোষনা করা হয়। এজন্য তাকে সম্মাননা ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এস,এম রফিকুল ইসলাম।

জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে মাসিক স্টাফ রিভিউ সভায় কর্মক্ষেত্রে সঠিক ভাবে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ শফিকুল ইসলাম শিমুলকে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রথীন্দ্রনাথ রায়, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। শফিকুল ইসলাম শিমুলের এ অর্জনে বগুড়া ইউনিয়নবাসী তথা শৈলকুপাবাসী আনন্দিত এবং গর্বিত। এ সাফল্য অব্যাহত থাকুক সেটাই কামনা করেছে সর্বস্তরের মানুষ।

এছাড়াও স্টাফ রিভিউ সভায় জেলার শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা, কর্মচারীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।